যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৭৬২

১/ বিবিধ

আরবী

من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء

ضعيف

رواه البخاري في " التاريخ " (3 / 2 / 55) وابن ماجة (2 / 343) والدولابي (1 / 185) والعقيلي في " الضعفاء " (248) وابن بشران في " الأمالي " (169 / 2) وابن عدي (150 / 1) عن سعيد بن زكريا عن الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة مرفوعا. وقال العقيلي: وقال البخاري: عبد الحميد بن سالم لا يعرف له سماع من أبي هريرة

ثم قال العقيلي: " ليس له أصل عن ثقة ". وقال الذهبي: " ما حدث عنه غير الزبير قلت: ومعنى هذا أن عبد الحميد مجهول، وقد صرح بهذا الحافظ في " التقريب "، وقال في " الزبير " هذا: " إنه لين الحديث ". والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " من طريق العقيلي وقال (3 / 215) : " لا يصح، قال يحيى: " الزبير ليس بشيء ... " ثم ذكر كلام العقيلي. قلت: ولم يتعقبه السيوطي في " اللآليء " إلا بأن له شاهدا. وسيأتي بيان ما فيه، وأما ابن عراق فقال في " تنزيه الشريعة " (1 / 384) : " ورأيت بخط الحافظ ابن حجر على هامش " تلخيص الموضوعات " ما نصه: الزبير بن سعيد لم يتهم بكذب فكيف يحكم على حديثه بالوضع؟! والله أعلم

والحديث من طريقه أخرجه ابن ماجه في " سننه " والبيهقي، وله طريق آخر عن أبي هريرة. أخرجه أبو الشيخ في الثواب ". قلت: ساقه السيوطي في " اللآليء " (562)

شاهدا، وذلك تساهل كبير فإن فيه وضاعا. ثم إن لفظه مغاير في بعض أطرافه وهو: " من شرب العسل ثلاثة أيام في كل شهر على الريق عوفي من الداء الأكبر، الفالج والجذام والبرص

বাংলা

৭৬২। যে ব্যক্তি প্রতি মাসের তিন ভোর বেলা মধু চেটে খাবে তাকে বড় ধরনের মসীবত গ্রাস করবে না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম বুখারী "আত-তারীখ" (৩/২/৫৫) গ্রন্থে, ইবনু মাজাহ (২/৩৪৩), দূলাবী (১/১৮৫), উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (২৪৮) গ্রন্থে, ইবনু বিশরান "আল-আমলী" (২/১৬৯) গ্রন্থে এবং ইবনু আদী (১/১৫০) সাঈদ ইবনু যাকারিয়া হতে তিনি আয-যুবায়ের ইবনু সাঈদ আল-হাশেমী হতে তিনি আব্দুল হামীদ ইবনু সালেম হতে ... বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেনঃ আব্দুল হামীদ ইবনু সালেম আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে যে শুনেছেন তা জানা যায় না। অতঃপর উকায়লী বলেনঃ নির্ভরযোগ্যদের থেকে তার কোন ভিত্তি নেই। যাহাবী বলেনঃ তার থেকে আয-যুবায়ের ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আব্দুল হামীদ মাজহুল। এ ব্যাপারে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন। অতঃপর তিনি আয-যুবায়ের সম্পর্কে বলেনঃ তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল। হাদীছটি ইবনুল জাওযী “আল-মাওযুআত” গ্রন্থে উকায়লীর সূত্রে উল্লেখ করে (৩/২১৫) বলেছেনঃ এটি সহীহ নয়। ইয়াহইয়া আয-যুবায়ের সম্পর্কে বলেছেনঃ তিনি কিছুই না। অতঃপর তিনি উকায়লীর ভাষ্য উল্লেখ করছেন। ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারীয়াহ" (১/৩৮৪) গ্রন্থে বলেনঃ আমি হাফিয ইবনু হাজারের হাতের লিখায় “তালখীসুল মাওযু'আত” গ্রন্থের টীকায় দেখেছি যার ভাষা হচ্ছে এই যে, আয-যুবায়েরকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়নি, কিভাবে এ হাদীছটিকে জাল হাদীছ হিসাবে হুকুম লাগানো যায়?

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71641

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন